# হাসানাইন করীমাইনের ফযিলত

**03-July-2025**

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

## সুন্নাতে ভরা বয়ান

**(Bangla)**

(For Islamic Brothers)

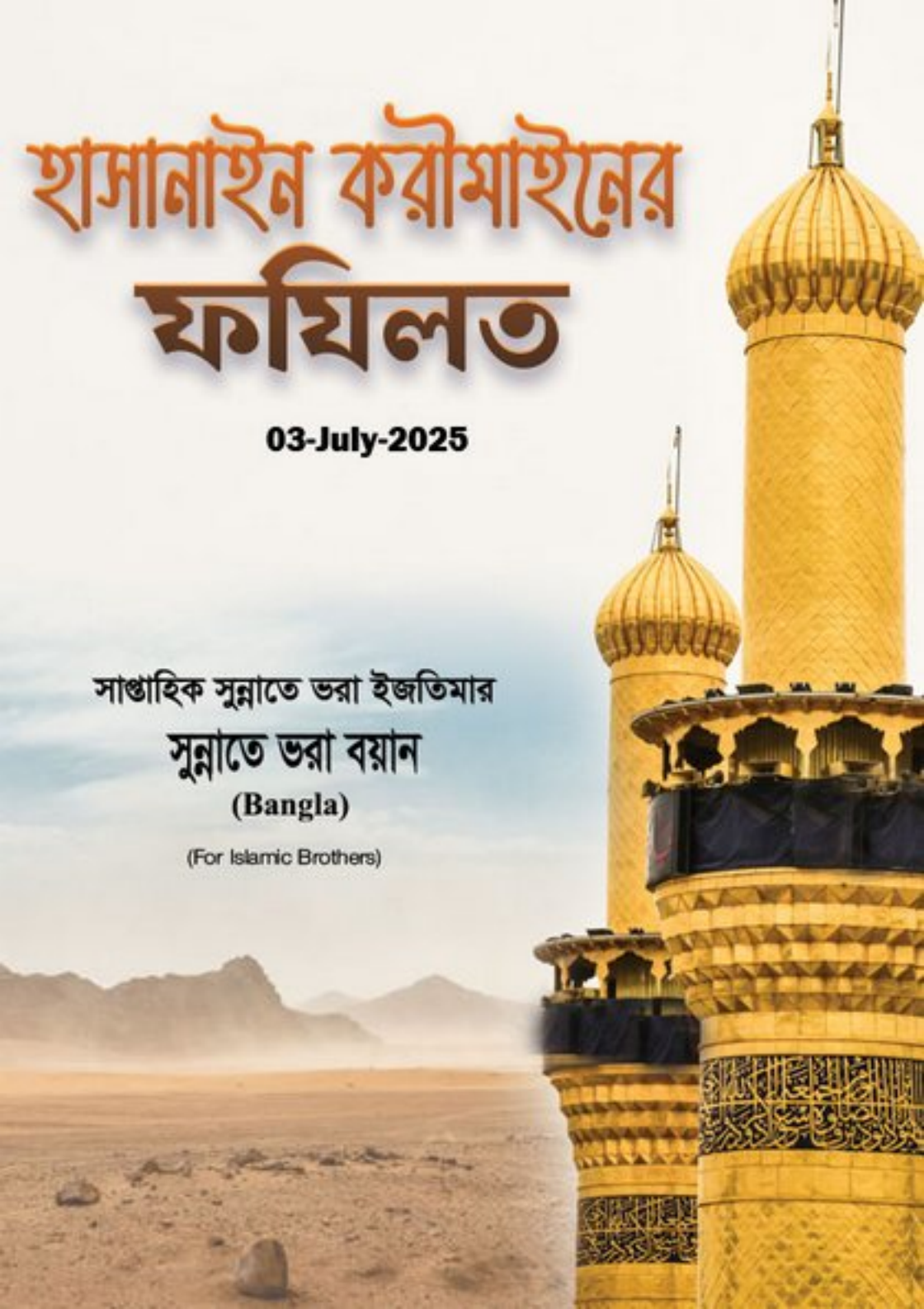

## Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত..... 4
বয়ান শোনার নিয়্যত ..... 5
নাম, কুন্নিয়াত (উপনাম) ও উপাধি: ..... 7
নাম কীভাবে রাখা উচিত? ..... 8
হাসানাইন কারিমাইন এর ফযীলত হাদীসের আলোকে..... 10
হাসানাইন কারিমাইন এর প্রতি ভালাবাসা ওয়াজিব..... 11
আহলে বাইতে আতহার এর ফযীলত ..... 12
সিদ্দীকে আকবরের ইমাম হাসানের প্রতি ভালবাসা ..... 15
ফারূকে আযমের ইমাম হুসাইনের প্রতি গভীর ভালবাসা..... 16
শেরে খোদার ইমাম হাসানের প্রতি ভালবাসা..... 16
নেক আমল নম্বর ২১ এর প্রতি উৎসাহ প্রদান ..... 18
সাদাতে কিরামের তা'যীমের আদব সম্পর্কে মাদানী ফুল..... 19
ঘোষণা..... 20
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ..... 20
৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া..... 20
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ: ..... 20
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: ..... 20

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: ..... 21
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: ..... 21
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: ..... 21
(৬) দরূদে শাফায়াত: ..... 22
(১) এক হাজার দিনের নেকী ..... 22
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: ..... 22
সাদাতে কিরামের তা'যীমের আদব সম্পর্কে অবশিষ্ট ..... 24
মাদানী ফুল ..... 24
প্রত্যেক কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন হওয়ার দু'আ ..... 25
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি ..... 26
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: ..... 27
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী ..... 29
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল ..... 29
মাসিক ৪টি নেক আমল ..... 29
বার্ষিক ৩টি নেক আমল ..... 29
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া ..... 30

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

## দরূদ শরীফের ফযীলত

হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাব তিরমিযী শরীফে রয়েছে:সরকারে মদীনা, صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান ফরমান: اَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে, যে আমার উপর সবচেয়ে বেশি দুরূদ পাঠ করবে। **(তিরমিযী, ২/২৭, হাদীস: ৪৮৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## বয়ান শোনার নিয়্যত

**প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

**হে আশিকানে রাসূল!** প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰه মুহাররামুল হারাম শরীফের বরকতময় মাস চলমান রয়েছে। এই মুবারক মাসের সাথে আহলে বাইত আতহার رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِین এবং ইমামে আলী মাকাম, হযরত ইমাম হাসান মুজতবা এবং ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর এক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। আসুন! এ উপলক্ষ্যে হাসানাইন কারিমাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর শান ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দুই শাহজাদাকে খুব বেশি ভালবাসতেন। যেমনটি

হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন, রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, আহলে বাইত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین এর মধ্যে আপনার নিকট সবচেয়ে প্রিয় কে? ইরশাদ করলেন: হাসান ও হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا। তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত ফাতিমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে বলতেন, আমার সন্তানদের আমার কাছে ডাকো। এরপর তাঁদেরকে শুঁকতেন এবং নিজের সাথে জড়িয়ে নিতেন।

**(তিরমিযী, ৫/৪২৮, হাদীস:৩৭৯৭)**

প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কুরআন, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন: ভালোবাসার অনেক প্রকার রয়েছে: সন্তানের সাথে ভালোবাসা এক প্রকারের, স্ত্রীদের সাথে আরেক প্রকারের এবং বন্ধুদের সাথে অন্য প্রকারের। সন্তানদের মধ্যে হযরত হাসানাইন (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا) অত্যন্ত প্রিয়, স্ত্রীগণ (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُنَّ) এর মধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা, যিনি রব্বুল আলামীনের মাহবুবের মাহবুবা, এবং বন্ধু ও সঙ্গীদের মধ্যে (আমীরুল মু'মিনীন) হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অত্যন্ত প্রিয়। আরও বলেন: হুযুর (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) তাঁদেরকে কেনইবা শুঁকবেন না, তাঁরা দু'জন তো হুযুর (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর ফুল ছিলেন, আর ফুল তো শোঁকার জন্যই হয়। তাঁদেরকে বুকে লাগানো, জড়িয়ে ধরাটা ছিল চরম ভালোবাসা ও স্নেহের প্রকাশ। এ থেকে জানা গেল যে, ছোট বাচ্চাদেরকে শোঁকা, তাদের সাথে স্নেহ করা, তাদেরকে কোলে নেয়া, জড়িয়ে ধরাটা রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত।

**(মিরআতুল মানাজীহ, ৮/৪১৮)**

আসুন! আমরাও এই মহান ব্যক্তিদের ভালোবাসাকে নিজেদের অন্তরে আরও মজবুত করার এবং তাঁদের জীবনী ও চরিত্র অনুযায়ী আমল করার নিয়্যতে তাঁদের উত্তম আলোচনা শ্রবণ করি।

## নাম, কুন্নিয়াত (উপনাম) ও উপাধি:

হাসানাইন কারিমাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর মধ্যে বড় হলেন হযরত ইমাম হাসান মুজতবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কুন্নিয়াত "আবু মুহাম্মদ" এবং উপাধি "তাকী ও সাইয়্যিদ", আর প্রচলিত উপাধি "সিবতে রাসূল"। তাঁকে "রাইহানাতুর রাসূল"ও বলা হয়। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ জান্নাতী যুবকদের সর্দার। তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বরকতময় জন্ম ১৫ই রমযানুল মুবারক, ৩য় হিজরীর রাতে মদীনা তাইয়্যিবায় হয়েছিল। হুযুর সাইয়্যিদে আলম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

সপ্তম দিনে তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আকীকা করেন, চুল মুণ্ডন করা হয় এবং চুলের ওজনের সমপরিমাণ রূপা সদকা করার আদেশ দেয়া হয়।

**(তারিখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা ১৩৯ ও রওযাতুশ শুহাদা (অনূদিত), ষষ্ঠ অধ্যায়, ১/৩৯৬)**

তাঁর (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) নাম ইমামুল আম্বিয়া, সাইয়্যিদুল আসখিয়া صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم রেখেছিলেন। সম্পূর্ণ ঘটনাটি এরূপ যে, হযরত আসমা বিনতে উমাইস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا রিসালাতের দরবারে হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জন্মের সুসংবাদ শোনান। তখন নবী করিম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাশরীফ আনেন এবং বলেন: আসমা! আমার (সন্তান) কে নিয়ে এসো। হযরত আসমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে একটি কাপড়ে জড়িয়ে হুযুর সাইয়্যিদে আলম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খিদমতে পেশ করেন। তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত দিয়েছিলেন এবং হযরত মাওলা আলী মুরতাজা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন:

তুমি এই শান ও শওকতের অধিকারী সন্তানের কী নাম রেখেছো? আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার কী সাধ্য যে আপনার অনুমতি ছাড়া নাম রাখার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করি, তবে আপনি যেহেতু জিজ্ঞাসা করেছেন, আমার ইচ্ছা "হারব" নাম রাখা হোক, বাকিটা হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইচ্ছা। তখন তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর নাম "হাসান" রাখলেন। **(সাওয়ানেহে কারবালা, পৃষ্ঠা ৯২, সংক্ষেপিত)**

তাঁর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ছোট ভাই, সাইয়্যিদুশ শুহাদা, হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর জন্ম ৫ই শা'বানুল মু'আজ্জম, ৪ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় হয়েছিল। তাঁর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নাম হুযুরে পুরনূর, শাফেয়ে ইয়াওমুন নুশুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم "হুসাইন" এবং "শাব্বীর" রেখেছিলেন, আর তাঁর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কুন্নিয়াত "আবু আব্দুল্লাহ" এবং তাঁর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ উপাধিও "সিবতে রাসূল" এবং "রাইহানাতুর রাসূল" (রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফুল)। তিনিও তাঁর বড় ভাইয়ের মতো জান্নাতী যুবকদের সর্দার। **(উসদুল গাবা, ১১৭৩- আল হুসাইন বিন আলী, পৃষ্ঠা ২৫, ২৬। সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২৭০। আল হুসাইন আশ-শাহীদ... ইত্যাদি, ৪ /৪০২-৪০৪)**

## নাম কীভাবে রাখা উচিত?

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আমরা এইমাত্র শুনলাম যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর প্রিয় দৌহিত্রদের নাম নিজে পছন্দ করে দিয়েছিলেন। আসুন! এই প্রসঙ্গে নাম রাখার কিছু আদবও শুনে নিই।

স্মরণ রাখবেন! ভালো নাম রাখা সন্তানের অধিকারের মধ্যে অন্যতম এবং এটি পিতা-মাতার পক্ষ থেকে সন্তানের জন্য প্রথম ও মৌলিক উপহার, যা সে সারাজীবন নিজের বুকের সাথে লাগিয়ে রাখে।

এমনকি হাশরের ময়দানেও তাকে সেই নামেই রব্বুল করীমের দরবারে ডাকা হবে।

যেমনটি হযরত দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের এবং তোমাদের পিতাদের নামে ডাকা হবে, সুতরাং তোমরা নিজেদের ভালো নাম রাখো। **(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৪৮, ৪/৩৭৪ )**

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** এই হাদীস শরীফ থেকে সেইসব লোকদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা নিজেদের সন্তানের নাম কোনো গায়ক, অভিনেতা বা আল্লাহর পানাহ! কোনো অমুসলিমের নামে রেখে দেয়। এর চেয়ে বড় অপমান আর কী হতে পারে যে, মুসলমানের সন্তানকে কাল হাশরের ময়দানে অমুসলিমদের নামে ডাকা হবে। আমাদের সমাজে সন্তানের নাম নির্বাচন করার দায়িত্ব সাধারণত কোনো নিকটাত্মীয়, যেমন দাদী, ফুফু, চাচা ইত্যাদিকে সঁপে দেওয়া হয় এবং অনেক সময় দ্বীনি জ্ঞানের অভাবে তারা বাচ্চাদের এমন নাম রেখে দেয়, যার কোনো অর্থ থাকে না বা ভালো অর্থ থাকে না, অথবা শরীয়তগতভাবে সঠিক নয়। এমন নাম রাখা থেকে বিরত থাকা উচিত। অনেক সময় এমন নামও খোঁজা হয়, যা ঘর, পরিবার বা এলাকায় দূর-দূর পর্যন্ত কারো নেই, যে শুনলেই বলে উঠবে, এই নাম তো প্রথমবার শুনলাম, কী চমৎকার নাম রাখা হয়েছে! এই কথা শুনে নাম রাখা ব্যক্তি খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায়। এমন লোকদের এক মুহূর্তের জন্য ভাবা উচিত যে, এই খুশি প্রশংসার আকাঙ্ক্ষার রোগের ফল নয় তো? সুতরাং আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ السَّلَام, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین এবং আউলিয়ায়ে কিরাম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِمۡ اَجۡمَعِیۡن এর নামে নাম রাখা উচিত।



www.dawateislami.net

এর একটি উপকার তো এই হবে যে, সন্তানের তার বুযুর্গদের সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক (প্রতিষ্ঠিত) হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয়ত, এই নেক ব্যক্তিদের নাম রাখার বরকতে তার জীবনে ভালো প্রভাবও পড়বে। নাম সংক্রান্ত আরও আকর্ষণীয় ও আশ্চর্যজনক তথ্য জানতে মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "নাম রাখার আহকাম" অধ্যয়ন করুন। এই কিতাবে বাচ্চাদের নাম রাখার জন্য শত শত ভালো নামের তালিকা রয়েছে, এছাড়া বাচ্চাদের নাম রাখার বিষয়ে অনেক উপকারী কথাও রয়েছে। দা'ওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট www.dawateislami.net থেকেও এই বইটি পড়া যাবে, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out) করাও যাবে।

## হাসানাইন কারিমাইন এর ফযীলত হাদীসের আলোকে

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিভিন্ন সময়ে এই মহান ব্যক্তিদের এমন শান ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন, যা শুনে اِنْ شَآءَ الله আমাদের অন্তরে হাসানাইন কারিমাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। আসুন! তাঁদের শান ও মাহাত্ম্য সম্পর্কিত কিছু ফরমান-ই-মুস্তফা শুনি। যেমন

ইরশাদ করেছেন: مَنْ اَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ اَحَبَّنِیْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمَا فَقَدْ اَبْغَضَنِیْ অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই দুইজনকে ভালবাসল, সে আমাকে ভালবাসল এবং যে তাদের সাথে শত্রুতা করলো, সে আমার সাথে শত্রুতা করলো।

**(ইবনে মাজাহ, ১/৯৬, হাদীস: ১৪৩)**

ইরশাদ করেছেন: هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا অর্থাৎ হাসান ও হুসাইন (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا) দুনিয়াতে আমার দুটি ফুল। **(বুখারী, ২/৫৪৭, হাদীস: ৩৭৫৩)**

ইরশাদ করেছেন: অর্থাৎ হাসান ও হুসাইন (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا) জান্নাতী যুবকদের সর্দার। **(তিরমিযী, ৫/৪২৬, হাদীস:৩৭৯৩)**

## হাসানাইন কারিমাইন এর প্রতি ভালাবাসা ওয়াজিব

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا বলেন: যখন (পারা ২৫, সূরা আশ-শূরা এর) এই আয়াত মুবারাকা নাযিল হলো:

قُلْ لَّاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَیْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبٰى

**(পারা ২৫, শূরা, আয়াত ১)**

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** আপনি বলুন, আমি সেটার জন্য তোমাদের নিকট থেকে কোন পারিশ্রমিক চাই না, কিন্তু নিকট আত্মীয়তার ভালোবাসা।

তখন সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনার সেই নিকটাত্মীয় কারা, যাদেরকে ভালাবাসা আমাদের উপর ওয়াজিব? তখন তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আলী মুরতাজা, ফাতিমাতুয যাহরা (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا) এবং তাদের দুই পুত্র (অর্থাৎ হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا।

**(মু'জামুল কবীর, হাদীস: ২৬৪১)**

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** জানা গেল! পবিত্র আহলে বাইত رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ اَجْمَعِین এর ভালোবাসা ওয়াজিব ও জরুরী। প্রত্যেক মুসলমানের নিকট নিজের জান-মাল, ইজ্জত-সম্মান, মা-বাবা এবং সন্তানের চেয়েও বেশি প্রিয় "আহলে বাইতে কিরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ اَجْمَعِین" হওয়া উচিত। এই

মুবারক ব্যক্তিদের ভালবাসা, সাইয়্যিদে আলম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা এবং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা ঈমানে কামিলের চিহ্ন। যেমনটি

নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান ফরমান: لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهٖ "অর্থাৎ কোনো বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ না সে আমাকে নিজের প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসে, এবং আমার সত্তা তার সত্তার চেয়ে প্রিয় না হয়" وَذَاتِيْ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهٖ وَتَكُوْنَ عِتْرَتِيْ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ عِتْرَتِهٖ "এবং আমার সন্তান-সন্ততি তার নিজের সন্তান-সন্ততির চেয়ে বেশি প্রিয় না হয়," وَاَهْلِيْ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ اَهْلِهٖ এবং আমার আহলে বাইত (رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِين) তার নিজের পরিবারের চেয়ে বেশি প্রিয় না হয়।" **(শুআবুল ঈমান, ২/১৮৯, হাদীস: ১৫০৫)**

## আহলে বাইতে আতহার এর ফযীলত

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আহলে বাইতে আতহার عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর শানে আল্লাহ্ করীম পারা ২২, সূরাতুল আহযাবের ৩৩ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** আল্লাহ তো এটাই চান যে, হে নবীর পরিবারবর্গ যে,তোমাদের থেকে প্রত্যেক অপবিত্রতা দূরীভূত করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে খুব পরিচ্ছন্ন করে দেবেন।



www.dawateislami.net

অধিকাংশ মুফাসসিরীনে কিরাম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ اَجۡمَعِيۡن এর মত হলো, এই আয়াতে মুবারাকা হযরত আলী মুরতাজা, হযরত ফাতিমা যাহরা, হযরত ইমাম হাসান এবং হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ اَجۡمَعِين এর শানে নাযিল হয়েছে। হযরত ইমাম আহমদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হযরত আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াত (পাক পাঞ্জাতন) এর শানে নাযিল হয়েছে। পাক পাঞ্জাতন দ্বারা উদ্দেশ্য হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, হযরত আলী, হযরত ফাতিমা, হযরত ইমাম হাসান এবং হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ **(সাওয়ানেহে কারবালা, পৃষ্ঠা ৭৯, ৮০, সংক্ষেপিত)**

এক বর্ণনায় এটাও আছে যে, হুযুর জানে আলম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই মহান ব্যক্তিদের সাথে তাঁর বাকি কন্যা, আত্মীয়-স্বজন এবং পবিত্র স্ত্রীদেরও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

**(আস-সাওয়াইকুল মুহরিকা, একাদশ অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ১৩৩)**

আয়াতে মুবারাকার তাফসীর করতে গিয়ে হযরত ইমাম তাবারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: অর্থাৎ হে আলে মুহাম্মদ (صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! আল্লাহ্ করীম চান যে তোমাদের থেকে মন্দ কথা ও অশ্লীল জিনিস দূর করে দেবেন এবং তোমাদেরকে গুনাহের ময়লা থেকে পাক-সাফ করে দেবেন।

**(তাবারী, পারা ২২, আহযাব, আয়াত ৩৩ এর অধীনে, ১০/২৯৬)**

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সাইয়্যিদ মুফতী মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: এই আয়াতে করীমা আহলে বাইতে কিরাম (رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ اَجۡمَعِين) এর ফযীলতের ঝর্ণা। এবং এর থেকে জানা যায় যে, সমস্ত মন্দ চরিত্র ও নিন্দনীয় অবস্থা (অর্থাৎ খারাপ চরিত্র ও স্বভাব) থেকে তাঁদেরকে পবিত্র করা হয়েছে (অর্থাৎ তাঁদেরকে খারাপ

চরিত্র থেকে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে)। কিছু হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আহলে বাইত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত (অর্থাৎ জান্নাতী) এবং এটাই সেই পবিত্রতার উপকার ও ফল, আর যা কিছু তাঁদের উন্নত অবস্থার যোগ্য নয়, তা থেকে তাঁদের পরওয়ারদিগার তাঁদেরকে সুরক্ষিত রাখেন ও বাঁচান। **(সাওয়ানেহে কারবালা, পৃষ্ঠা ৮২)**

আমাদেরও আহলে বাইতে পাক (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین) এর সাথে ভালবাসা বজায় রেখে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ করীম তাঁদের সদকায় আমাদেরকেও গুনাহ থেকে বাঁচার তাওফীক দান করুক এবং খুব খুব নেকী করে জান্নাতে এই নেক ব্যক্তিদের নৈকট্য দান করুক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

তিরমিযী শরীফে আছে: সাইয়্যিদুল আউলিয়া, মাওলা মুশকিল কুশা, শেরে খোদা হযরত আলী মুরতাজা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বক্ষ থেকে মস্তক পর্যন্ত মাহবুবে রহমান صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে খুব সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন এবং ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর থেকে নীচের অংশে রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে খুব সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন।

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন: মনে রাখবেন, হযরত ফাতিমা যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا মাথা থেকে পা পর্যন্ত হুবহু মুস্তফার প্রতিচ্ছবি ছিলেন। আর তাঁর (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا) সন্তানদের (অর্থাৎ হাসানাইন কারিমাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا) মধ্যে এই সাদৃশ্য ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল।

হযরত ইমাম হুসাইন (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) এর পায়ের নলা থেকে কদম শরীফ পর্যন্ত এবং গোড়ালি হুবহু হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে প্রাকৃতিক সাদৃশ্যও আল্লাহ্ করীমের নেয়ামত। যে ব্যক্তি নিজের কোনো আমলকে হুযুর (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর আমলের সাদৃশ্যপূর্ণ করে নেয়, তার ক্ষমা হয়ে যায়। তাহলে যাকে আল্লাহ্ পাক তাঁর মাহবুব (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর সাদৃশ্যপূর্ণ করেন, তার মাহবুব হওয়ার কী অবস্থা হবে! **(মিরআত, ৮/৪৮০)**

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** যখন সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان সরকারে মদীনা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে তাঁর আহলে বাইত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین এবং প্রিয় দৌহিত্রদের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর প্রতি অশেষ মুহাব্বত করতে দেখতেন, তখন তাঁরা হুযুর পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্কের কারণে এই মহান ব্যক্তিদের প্রতিও ভালবাসা ও স্নেহ প্রদর্শন করতেন এবং তাঁর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বাহ্যিক ওফাতের পরেও তাঁরা হুযুর পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আহলে বাইতে আতহার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین এবং বিশেষত হাসানাইন কারিমাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর খুব খেয়াল রাখতেন। যেমনটি

## সিদ্দীকে আকবরের ইমাম হাসানের প্রতি ভালবাসা

হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যখন মু'মিনদের আমীর এবং মুসলমানদের খলীফা নির্বাচিত হলেন, তখন রাসূল করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্কের কারণে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আহলে বাইতে আতহার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین এর খুব খেয়াল রাখতেন এবং আহলে বাইতে আতহার এর ব্যাপারে বলতেন যে "নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আত্মীয়-স্বজন আমার নিজের আত্মীয়-স্বজনের চেয়ে বেশি প্রিয়।"

**(বুখারী, ৩/২৯, হাদীস: ৪০৩৬)**

## ফারূকে আযমের ইমাম হুসাইনের প্রতি গভীর ভালবাসা

হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি একদিন আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ফারূকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ঘরে গেলাম, কিন্তু তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত আমীর মুআবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে একান্তে কথা বলছিলেন এবং তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর তিনি যখন ফিরে যেতে লাগলেন, তখন তাঁর সাথে আমিও ফিরে এলাম। পরে আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ফারূকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে আমার দেখা হলে আমি আরয করলাম: "হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি আপনার কাছে গিয়েছিলাম, কিন্তু আপনি হযরত আমীর মুআবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে কথা বলছিলেন। আপনার পুত্র আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ও বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন (আমি ভাবলাম, যখন পুত্রকেই ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না, তখন আমার কীভাবে হতে পারে?), তাই আমি তাঁর সাথেই ফিরে গেলাম।" তখন আমীরুল মু'মিনীন হযরত ফারূকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: হে আমার পুত্র হুসাইন! আমার সন্তানের চেয়েও তোমার এই বিষয়ে (বেশি) অধিকার আছে যে, তুমি ভেতরে আসবে। আমাদের মাথার উপর যে চুল গজিয়েছে, তা আল্লাহ্ করীমের পর কে গজিয়েছেন, তোমরা, সাদাতে কিরামই তো গজিয়েছ।

**(তারিখে ইবনে আসাকির, খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ১৭৫)**

## শেরে খোদার ইমাম হাসানের প্রতি ভালবাসা

হযরত আসবাগ বিন নুবাতা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: একবার হযরত ইমাম হাসান মুজতবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অসুস্থ হয়ে পড়লে আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী মুরতাজা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁকে দেখতে যান। আমরাও তাঁর সাথে দেখতে

গিয়েছিলাম। আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী মুরতাজা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করে বললেন: হে রাসূলের দৌহিত্র! এখন (শারীরিক অবস্থা) কেমন? আরয করলেন: اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ ভালো আছি। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: আল্লাহ্ পাক চাইলে ভালোই থাকবে। এরপর হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করলেন: আমাকে (ভর) দিয়ে বসিয়ে দিন। আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁকে নিজের বুকের সাথে ঠেস দিয়ে বসিয়ে দিলেন। এরপর হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: একদিন আমার নানা জান, রহমতে আলামিয়ান صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে বলেছিলেন: হে আমার পুত্র! জান্নাতে একটি গাছ আছে, যাকে (শাজারাতুল বালওয়া) বলা হয়। পরীক্ষায় পতিত লোকদেরকে কিয়ামতের দিন সেই গাছের কাছে জমা করা হবে, যখন কোনো মীযান রাখা হবে না এবং কোনো আমলনামা খোলা হবে না, তাদেরকে পরিপূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে। এরপর সরকারে দো-আলম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই আয়াত মুবারাকা তিলাওয়াত করলেন,

اِنَّمَا یُوَفَّی الصّٰبِرُوۡنَ اَجۡرَهُمۡ بِغَیۡرِ حِسَابٍ

**(পারা ২৩, আয-যুমার, আয়াত ১০)**

**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** ধৈর্য্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পরিপূর্নভাবে দেওয়া হবে অগনিত ভাবে।

**(কিতাবুদ দু'আ লিত তাবারানী, পৃষ্ঠা ৩৪৭)**

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** বর্ণিত ঘটনা থেকে যেখানে আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শাহজাদা ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি ভালবাসার কথা জানা গেল, সেখানেই ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বর্ণিত ফরমান-ই-মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم থেকে এটাও জানা গেল যে,

পেরেশানি, বিপদ ও পরীক্ষায় ধৈর্য ধারণকারীদেরকে কিয়ামতের দিন তাদের ধৈর্যের পরিপূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে। স্মরণ রাখবেন! আল্লাহ্ পাকের প্রতিটি কাজে হাজার হাজার হিকমত (লুকিয়ে) থাকে, যা আমাদের জানা নেই। সুতরাং, প্রত্যেকের সামনে নিজের পেরেশানি, (দারিদ্র্য) ও অভাবের কান্না না কেঁদে, নিজের দুঃখের কথা না শুনিয়ে এবং অভাবের কারণে আল্লাহর পানাহ! রব্বুল করীমের সত্তার উপর অযৌক্তিক অভিযোগ করে নিজের (জিহ্বা) থেকে কুফরী কথা বলার পরিবর্তে, এই পরীক্ষা ও কষ্টের (মোকাবেলা) ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে করা উচিত। কারণ বিপদ ও বালা-মুসিবত গুনাহের কাফফারা এবং মর্যাদায় উন্নতির কারণ হয়।

আল্লাহ্র মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যখন কিয়ামতের দিন (অর্থাৎ রোগী ও বিপদগ্রস্তদের) সওয়াব দেওয়া হবে, তখন (সুস্থ) ব্যক্তিরা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, হায়! দুনিয়াতে যদি আমাদের চামড়া কাঁচি দিয়ে কাটা হতো। **(তিরমিযী, ৪/১৮০, হাদীস: ২৪১০, দারুল ফিকর বৈরুত)**

## নেক আমল নম্বর ২১ এর প্রতি উৎসাহ প্রদান

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** নিজেদের অন্তরে আল্লাহ্র ভয় ও মুস্তফার প্রেম এবং আহলে বাইত ও সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর ভালবাসা সৃষ্টি করার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, জেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজে অংশ নিন। ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (Fill) করা। এই পুস্তিকায় ৭২টি নেক আমল প্রশ্ন-উত্তর আকারে দেওয়া হয়েছে। এই নেক আমলগুলোর মধ্যে একটি নেক আমল নম্বর ২১ হলো এই যে, আজ কি আপনি ফজরের জন্য জাগিয়েছেন?

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** এই নেক আমলের উপর আমল করার বরকতে আমরা ফজরের নামাযের ধারাবাহিকাতও লাভ করব এবং হযরত উমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ফজরের জন্য অন্যদের জাগানোর সুন্নাতের উপর আমলও হয়ে যাবে।

## সাদাতে কিরামের তা'যীমের আদব সম্পর্কে মাদানী ফুল

**প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আসুন! সাদাতে কিরামের তা'যীমের আদব সম্পর্কে কিছু মাদানী ফুল শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে ২টি ফরমান-ই-মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم লক্ষ্য করুন।

(১) ইরশাদ করেছেন: যে আমার আহলে বাইতের কোনো সদস্যের সাথে ভালো ব্যবহার করবে, আমি কিয়ামতের দিন তার প্রতিদান তাকে (দান) করব। **(জামে সগীর, পৃষ্ঠা ৫৩৩, হাদীস: ৮৮২১)**

(২) ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানদের কারো সাথে দুনিয়াতে কোনো নেকী (ভালো কাজ) করবে, তার প্রতিদান (বদলা) দেওয়া আমার উপর আবশ্যক, যখন সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে। **(তারিখে বাগদাদ, নম্বর ৫২২১, আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আবি কামিল, ১০/১০২)**

- সাদাতে কিরামের তা'যীম ফরয এবং তাঁদের অপমান হারাম।

**(কুফরী কালামাত কে বারে মে সাওয়াল জওয়াব, পৃষ্ঠা ২৭৭)**

- সাদাতে কিরামের তা'যীম ও সম্মানের মূল কারণ এটাই যে, এই মহান ব্যক্তিরা রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র শরীরের অংশ।

**(সাদাতে কিরাম কি আযমত, পৃষ্ঠা ৭)**

## ঘোষণা

সাদাতে কিরামের তা'যীমের আদব সম্পর্কে আরও গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল তারবিয়্যাতী হালকাসমূহে বর্ণনা করা হবে। সুতরাং, এই মাদানী ফুলগুলো জানার জন্য তারবিয়্যাতী হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

### (১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

**(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)**

### (২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

**(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

## (৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

## (৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِیۡ عِلۡمِ اللّٰہِ صَلَاۃً دَائِمَۃً بِدَوَامِ مُلۡکِ اللّٰہِ

হযরত আহমদ সাভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

## (৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ وَتَرۡضٰی لَہٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

## (৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

**নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

## (১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

## (২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

**প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

**(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!  صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ৩ জুলাই ২০২৫ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

# সাদাতে কিরামের তা'যীমের আদব সম্পর্কে অবশিষ্ট মাদানী ফুল

- আল্লাহ্ পাকের রহমত হয়ে দুনিয়াতে তাশরীফ আনা নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তা'যীম ও সম্মানের মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত যে, যে সমস্ত জিনিস হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্ক রাখে, সেগুলোর তা'যীম করা। **(আশ-শিফা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫২)**
- তা'যীমের জন্য না কোনো (দৃঢ়বিশ্বাস) দরকার, আর না কোনো বিশেষ সনদের প্রয়োজন। সুতরাং, যারা সাইয়্যিদ বলে পরিচিত, তাদের তা'যীম করা উচিত। **(সাদাতে কিরাম কি আযমত, পৃষ্ঠা ১৪)**
- যে বাস্তবে সাইয়্যিদ নয় এবং জেনে-শুনে (ইচ্ছাকৃতভাবে) সাইয়্যিদ হওয়ার দাবি করে, সে (অভিশপ্ত)। তার না কোনো ফরয কবুল হবে, না নফল। **(সাদাতে কিরাম কি আযমত, পৃষ্ঠা ১৬)**
- যদি কোনো বদ-মাযহাব সাইয়্যিদ হওয়ার দাবি করে এবং তার বদ-মাযহাবী কুফরের পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তবে তার তা'যীম কখনো করা যাবে না। **(সাদাতে কিরাম কি আযমত, পৃষ্ঠা ১৭)**
- সাদাতে কিরামের তা'যীম আমাদের শাফাআতকারী আকায়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তা'যীম।

**(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া / সংগৃহীত, সাদাতে কিরাম কি আযমত, পৃষ্ঠা ৮)**



www.dawateislami.net

- দ্বীনি উস্তাদও সাইয়্যিদকে মারা থেকে বিরত থাকবে।

**(কুফরী কালামাত কে বারে মে সাওয়াল জওয়াব, পৃষ্ঠা ২৮৪)**

- সাদাতে কিরামকে এমন কাজে কর্মচারী রাখা যেতে পারে, যাতে কোনো অপমান নেই। তবে অপমানজনক কাজে তাদেরকে কর্মচারী রাখা জায়েয নয়। **(সাদাতে কিরাম কি আযমত, পৃষ্ঠা ১২)**
- সাইয়্যিদকে সাইয়্যিদ হিসেবে (অর্থাৎ তিনি সাইয়্যিদ হওয়ার কারণে) অপমান করা কুফর। **(কুফরী কালামাত কে বারে মে সাওয়াল জওয়াব, পৃষ্ঠা ২৭৬)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!  صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## প্রত্যেক কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন হওয়ার দু'আ

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতেমার সিডিউল অনুযায়ী "প্রত্যেক কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন হওয়ার দু'আ" মুখস্থ করানো হবে। সেই দু'আটি হলো:

اُفَوِّضُ اَمْرِيْ اِلَى اللهِ اِنَّ اللهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ

**অনুবাদ:** আমি আমার কাজ আল্লাহ্‌র নিকট সোপর্দ করছি, নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাদের দেখেন। **(ফয়যানে দু'আ, পৃষ্ঠা ২৬৩)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!  صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

# সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

**প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

**(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)**

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (৴) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

**বিঃ দ্রঃ-** নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

## দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে



www.dawateislami.net

কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিচ্ছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسۡمِ اللّٰه পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?



www.dawateislami.net

## কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

## সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

## মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

## বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২

মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

## আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد